MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস পালিত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৯তম ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৪তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২২ আগস্ট '২০ অনলাইন আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ইনচার্জ নিখিল দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটিস সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জামশেদ আনোয়ার তপন, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গণসাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চারণের সংগঠক জাকির হোসেন। সংগীত পরিবেশ করেন, বিপুল কুমার দাস, জামাল, শ্রাবন্তী দাস ও আবৃত্তি করেন রেজাউল করিম সুমন।

আলোচক বৃন্দ বলেন, একটি পার্টি—যারা সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষক, শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, তারা কেন কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-লেখকদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করবো? তারা এ কারণে করবে—এ সকল মনীষীদের জীবনসংগ্রাম-সাধনা, তাদের সাহিত্য-শিল্পকর্ম, যা আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদ তৈরি করেছে, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সর্বহারার সংস্কৃতি নির্মাণ করতে চাই, সংগ্রামী মানুষ তথা সর্বহারার লড়াইয়ের যোদ্ধা, কারিগর, অগ্রগামী বাহিনী তৈরি হবে; আমাদের এই সকল মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তাদের শিক্ষার সাথে পরিচিতির মধ্য দিয়েই আমরা একটা ভিত্তি পাব যা আমাদের উন্নত নৈতিকতা, রুচি, সাংস্কৃতিক বোধের জাগরণ ঘটাতে সহায়ক হবে। এই দুই জন হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের মহান দিকপাল। যারা বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। তাদের সমগ্র সাহিত্যকর্ম নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা দুঃস্বাধ্য ব্যাপার। ১৯৪১ সালের ৬ আগস্ট বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। রবীন্দ্র নাথ বলেছেন, 'মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের মূল্য দিতে হয়/ সে প্রাণ অমৃতলোকে/মৃত্যুকে করে জয়।' অনবধ্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তিনি বাঙালির হৃদয় মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক কিছুরই প্রথম রূপকার তিনি। তার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যর নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বাংলা গদ্যের আধুনিকায়নের পথিকৃত ছিলেন তিনি। বাংলা ছোট গল্পের জনকও তাকে বলা হয়। বাংলা গল্প-উপন্যাস, কবিতা, দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, নাটক-গীতিনাট্য, ভ্রমণ কাহিনি, চিঠিপত্র, সমালোচনা, চিত্রকলা, নতুন নতুন সুর ও বিচিত্র গানের বাণী, রচনায় তিনি ছিলেন চির নবীন, চির অমর। বাঙালির মননকাঠামো গঠন ও চেতনার উন্মেষে তার সৃষ্টিকর্ম গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীতেরও রচয়িতা তিনি। তিনি শুধু সৃজনশীল সাহিত্য রচনায়ই ভূমিকা রাখেননি, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা অর্থনীতি নিয়ে স্বক্রিয় ভাবনাও তাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বাঙালির যাপিতজীবনে রবীন্দ্রনাথে কবিতা ও গান অবিচ্ছেদ্দভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে এশিয় কবি হিসেবে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি উপনিবেশিক শিক্ষার বিপরীতে দেশীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা বিকাশের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কৃষির উন্নয়নে নানা উদ্যেগ গ্রহণ করেছিলেন। দরিদ্র কৃষকদের ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে তার নোবেল প্রাপ্তির অর্থ দিয়ে তিনি কৃষি সমবায় ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার দাবিতে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে রাখি বন্ধন কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি প্রত্যাখ্যান করে গভীর বেদনায় লিখেছেন–এই মনিহার আমার নাহি সাজে, এর পরতে গেলে লাগে...কণ্ঠ যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বাংলা সাহিত্যে তাদের ভূমিকা যুগান্তকারী। এই দুই জন মানুষের জন্ম এবং তাদের সৃষ্টি পরাধীন ভারতবর্ষে। সেই সময় জনগণের অন্যতম সমস্যা ছিল এদেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানো, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির। আর এই দুই জন মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও জনগণের সে আকাঙ্ক্ষার সুর ছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সে মানসিক জমিন তারা রচনা করেছেন, লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ-পরক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন; মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, মানুষের হাতে লড়াইয়ের ভাবগত অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। তাদের লেখার গুণগত ভিন্নতা ছিল। তাদের লেখনিতে ছিল নারীমুক্তি, শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির বিষয়। সমাজ বিকাশের যেমন একটা ধারাবাহিকতা থাকে, সাহিত্য বিকাশেও তেমনি একটা ধারাবাহিকতা থাকে। বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের একটা কালপর্বে তাদের সৃষ্টি। তাদের সৃষ্টির অমর বাণী আমাদের শক্তি দিবে, উৎসাহ দিবে।